কি করে সুস্থ্য থাকি দূষিত অম্লজানে

শাহাদাত হোসেন

(উৎসর্গ : মানব মুক্তির মহা প্রবক্তা হুমায়ুন আজাদকে)

চারিদিক প্রচন্ড ধার্মিক পরিবেষ্টিত
তারি মাঝে এক গর্হিত অবিশ্বাসী আমি
কাতরাতে থাকি ডাংগায় তোলা মাছের ন্যায়
নিঃশাসিতে সামান্য বিশুদ্ধ মানবিক অম্লজান
- যা ছাড়া আমি অসুস্থ্য হয়ে পড়ি।
কি করে সুস্থ্য থাকি,
যখন ধর্মের রক্ষীবাহিনী প্রচন্ড ভাবে উপস্থিত চারিদিকে মম,
যখন একদন্ড নিজস্ব সময় যাপনে অধিকারহীন আমি
ক্ষণে ক্ষণে সতর্কিত আর আক্রান্তবিশ্বাসীদের দ্বারা॥

''জুমার আজান হয়েছে''-
কুৎসিক অবয়বী মিশরীয় শরিফ তীব্রস্বরে সতর্কে আমায়
যখন মুগ্ধ আমি শুনছি রবীন্দ্র সংগীত অনেকটা ধ্যানে,
সুখস্বপ্নঘোরে হঠাৎ বজ্রের আওয়াজের মতো আমি সুখ থেকে
বিচ্ছিন্ন হই,
যাপন করি কিছুকাল তীব্রবিষন্নতায়।
প্রিয়াংকা চোপরার হৃদয়হরা নৃত্য উপভোগ করছি যখন টিভির
পর্দায়,
তখন হঠাৎ 'টিভিটা বন্ধ করুন আজান হচ্ছে'-
বাংগালী হাসানের এ-আবেদন বিষাক্ত বায়ুভরে
আমার হৃদপিন্ডকে করে তোলে অসুস্থ্য,
আমাকে নিশ্বাস নিতে হয় ধর্মীয় অম্লজান শৈল্পিক অম্লজানের
বদলে,
আমি অসুস্থ্য হয়ে পড়ি॥

আমি গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, দাড়িমন্ডিতমুখায়বি বিজ্ঞানের
শিক্ষকদের আড্ডায়
আমাকে বলা হলো বিধাতার ধারণার সাথে কোনো সংঘষ নেই
আমাদের বিজ্ঞানের
এর কোনো সূত্রই প্রমান করতে পারেনি পরমসত্তার অনস্তিত্তের
কথা;
সৃষ্টির পেছনে প্রথম কারণ বা প্রথম চালক সেতো প্রমানিত সত্য
আমাদের গুরু নিউটন আইনস্টাইন পড়ো, বড়ো বড়ো কথা
ছাড়ো।
রক্তকনিকাগুলো মোর বাধ্য হলো সাতরাতে ধর্মীয় অম্লজানে।
আমি যখন বসে আছি সাহিত্যকদের আড্ডায় বাংলা একাডেমীর
প্রাংগনে
এক বিশিষ্ট সাহিত্যক আমাকে বললো, জানো তুমি,

''প্রথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ট সাহিত্যিক আস্তিক
রোম্যান্টিক কবিতার মুল বিষয়বস্তুই দাড়িয়ে আছে লৌকিকতার
সাথে অলৌকিক সত্তার মিলনের বিষয়ের ওপর''।
আমার হৃদপিন্ডে পুরে দে'য়া হলো কাব্যিক অম্লজানের বদলে
বিষাক্ত ধর্মীয় অম্লজান॥

যখন নাইফ পল্লীতে রাশিয়ান পতিতা মরিয়ার ছোয়ায় আমার
হৃদয়শরীর সুখে প্লাবিত
তখন আমার ধার্মিক বন্ধু আহমদের নিবেদন 'মাগরিবের
আজানটা হয়ে যাক, খানিকটা থামো'- আমাকে অপ্রকিতিস্থ করে
তোলে ক্ষণিকের তরে,
রক্তের শিরায় উপশিরায় অনুভব করি শোনিতের দহনের
তীব্রজ্বালা।
মাগরিব সেরে বিশ্বাসী আহমেদ যখন মন্থন করতে থাকে
জেরিকে
লাম্পট্যের সাথে তার ধর্মের সুখকর সম্মিলনকে আমি ঈর্ষা
করতে থাকি
যখন আমি তার মতো নারীভোগী-ধার্মিক নই, কেবলিই
জিনাকারী।
ক্রোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে, যখন দেখি দীর্ঘ পশমমন্ডিত
পঞ্চাশোত্তর এক পাঠান
পাশের কামরা থেকে উত্তেজনা প্রশমন করে বের হয়ে যাচ্ছে
মসজিদের উদ্যেশে।
আমি অসুস্থ্য হয়ে পড়ি কিছুক্ষনের জন্যে
নিশ্বাস নিতে থাকি বিষাক্ত কপট অম্লজান॥

আমাদের মোহতারাম ব্যবস্থাপক, এইমাত্র যিনি জোহর আদায়
করে
হিসেব কসছেন এক হিন্দু কর্মচারীর গ্র্যাচুয়িটির;
এইমাত্র যিনি সফল হলেন তিনশত পঞ্চাশ দিরহাম ঠকাতে
কাফের কর্মচারীটিকে,
তিনি এখন হাতে তছবিটি কষে শতবার ছোবহানাল্লাহ পড়ে
নিলেন ,
আর আমাদের উদ্দেশে বললেন 'ইসলাম ছাড়া মুক্তি নেই';
আমার রক্তধারায় অনুভব করি মানবিক অম্লজানের অভাবের
তীব্রতা
নিশ্বাস অসুস্থ্য হয়ে যায় কিছুক্ষনের জন্যে,
তখন আমি কিছুকাল হাপানী রোগীর মতো শ্বাস কষ্টে ভোগতে
থাকি ,
অনুভব করতে থাকি মানবিক অম্লজানের তীব্র অভাব

আমি কেনো পারি না বিশ্বাসী হতে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শরীফ,
আহমেদ,
ব্যবস্থাপক আর সবার মতো,
কেনো পারি না ধর্ম আর ভন্ডামীকে যাদুরসায়নে মিলাতে আমার
জীবন-যাপনে।

হে বেন্থাম মিল রাশেল পেইন আহমেদ শরীফ হুমায়ুন আজাদ
আমি কি পারবো চারপাশের এতো বৈরিতা ঠেলে
এতো বিষাক্ত অম্লজানবেষ্টিত প্রতিবেশে
তোমাদের চিন্তা থেকে উৎসারিত সামান্য বিশুদ্ধ মানবিক
অম্লজানে
সুস্থ্য থাকতে, বেচে থাকতে, বিরামহীন অবিশ্বাসী থাকতে ?